‘বিবেকহীন মানুষ আমার শিক্ষক ভাবতে ঘৃণা হয়’

২৩ জুলাই থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শুরু হয়েছে নারকীয় তান্ডব। পুলিশ-ছাত্রদল ক্যাডাররা ছাত্রছাত্রী-শিক্ষক-সাংবাদিকদের রক্তাক্ত করছে। পাল্লা দিয়ে অসত্য বক্তব্য রাখছেন ভিসি-প্রক্টররা। শিক্ষকদের এক অংশ আন্দোলনে এসেছেন, বৃহত্তর অংশ নিশ্চুপ। মানুষ দেখছে ছাত্র রাজনীতির দেওলিয়াপনা। ...গত চার পাঁচ দিনের ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন সাইফুল হাসান ছবি: **এন্ড্রু বিরাজ**

বেলা তখন ১১টা থেকে ১১.১৫ হবে, ২৪ জুলাই। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মধুর ক্যান্টিনে সাধারণ ছাত্রছাত্রী আর দলীয় নেতা-কর্মীদের ভিড়। মধুর ক্যান্টিন ও ডাকসু ভবনের সামনেও অনেক পুলিশ। এডিসি আব্দুর রহিম তখন মারমুখী অবস্থায়। ওয়্যারলেস তিনি মেসেজ পাঠাচ্ছেন। মিছিলে সরগরম ক্যাম্পাস। কলা ভবনের করিডর। ভিসি-প্রক্টরের পদত্যাগের দাবি ক্যাম্পাসের আকাশে-বাতাসে। না কোন রাজনৈতিক দলের ছাত্র সংগঠনের ফায়দা লোটার নয়। এ প্রতিবাদ সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের লাঞ্ছিত হবার, পুলিশী বর্বরতার বিরুদ্ধে। কারণ ২৩ জুলাই মধ্যরাতে শামসুন্নাহার হলে পুলিশ (পুরুষ) ঢুকে সাধারণ ছাত্রীদের ওপর নির্যাতন করে। খালেদা জিয়ার সৈনিকেরা মিছিল নিয়ে বের হলো। বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন কর্মসূচি ঘোষণা করেছে। সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীরা ভিসি-প্রক্টরের পদত্যাগের দাবিতে মিছিল শুরু করেছে। শামসুন্নাহার হলের ছাত্রী জেবা তার সহপাঠীদের কাছে বিগত রাতে ঘটে যাওয়া ঘটনার বর্ণনা দিচ্ছে। কলাভবনের বিভিন্ন রুম থেকে সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীরা ক্লাস ছেড়ে মিছিলে যোগ দেবার জন্য বেরিয়ে আসছে। জেবা বললো, ‘পুলিশ শামসুন্নাহার হলে আমাদের ওপর যে নির্যাতন চালিয়েছে তা অবর্ণনীয়। একজন মেয়ে হয়ে এই সমাজে, এই বিশ্ববিদ্যালয়ে নিজের লাঞ্ছিত হওয়ার ঘটনা কিভাবে বর্ণনা করব? নির্দোষ, নিরপরাধ বড় আপুরা গ্রেপ্তার হয়েছে। তারা কোথায় কিভাবে আছে জানি না। আমার মতো তারাও কি কোনোদিন বলতে পারবে? এ রাতের ঘটনার বর্ণনা দিতে পারবে ? পারবে না, এটা ভাষায় প্রকাশের নয়।’

এই বিশ্ববিদ্যালয় আমার, ভিসি'র নয়- প্রতিবাদ জানাচ্ছে সাধারণ একজন ছাত্র

এমন সব প্ল্যাকার্ড হাতে নিয়ে রোকেয়া হলের সামনে ভিসি'র পদত্যাগের দাবিতে ছাত্র-ছাত্রীদের বিক্ষোভ

কলাভবন ছেড়ে বেরিয়ে আসছি। হঠাৎ ছাত্র-ছাত্রীদের ছোটাছুটি। দৌড়াতে দৌড়াতে এক ছাত্রী তার সহপাঠীদের সাবধান করছে– সরে পড়, পুলিশ আক্রমণ করেছে। কলাভবনের মূল ফটকের মুখে হাজার খানেক ছেলেমেয়ের চিৎকার। একজন আরেকজনকে পরামর্শ দিচ্ছে, যারা রাতের আঁধারে পুলিশ দিয়ে মেয়েদের নির্যাতন করতে পারে, তারা বিশ্ববিদ্যালয়ে পুলিশ দিয়ে পেটাবে এটা আর অস্বাভাবিক কি? মল চত্বর জুড়ে তখনও বেশ কিছু ছাত্র-ছাত্রী বসা। সবার লক্ষ্য তখন সাধারণ ছাত্রছাত্রী মিছিলে যোগ দেয়া। কলাভবনের ক্লাস রুম থেকে ছেলে-মেয়েরা দলে দলে বেরিয়ে মিছিলের দিকে ছুটছে। বেলা বারোটা হবে তখন। ছাত্রলীগের একটি মিছিল রেজিস্ট্রার বিল্ডিং থেকে মধুর ক্যান্টিনের দিকে আসছে। সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের মিছিলটি তখন অপরাজেয় বাংলা হয়ে রেজিস্ট্রার বিল্ডিংয়ের দিকে যাচ্ছে। ছাত্র-ছাত্রীরা স্লোগান দিচ্ছে 'যে ভিসি-প্রক্টর ছাত্রী মারে সেই ভিসি-প্রক্টর চাই না'। 'কলুষিত ছাত্র-শিক্ষক রাজনীতি নিষিদ্ধ কর'। 'শেইম শেইম', 'ভিসির দুই গালে, জুতা মার তালে তালে।' এ সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মিছিলের ক্যাম্পাসে পরিণত হয়। সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের ঠিক পেছনেই ছিল জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের মিছিল। দুই মিছিলের শেষভাগেই পুলিশ। সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের মিছিলটি শান্তিপূর্ণভাবে ভিসির অফিসের সামনে অবস্থান করছিলো। হঠাৎ করেই পুলিশ সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের ওপর লাঠিচার্জ করে। ছাত্র-ছাত্রীরা কিছু বুঝে ওঠার আগেই দেখে তাদের শরীরে পুলিশের লাঠির বাড়ি পড়ছে। হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রী তখন প্রাণভয়ে ছত্রভঙ্গ হয়ে ছুটতে থাকে। পুলিশও আক্রমণ করে দু'দিক থেকে। চিরজীবন মিছিল-মিটিং থেকে দূরে থাকা ছেলে-মেয়েরা একটি অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে গিয়ে পুনরায় পুলিশি নির্যাতনের শিকার হয়। ছেলেরা কেউ কেউ দৌড়ে পালালেও মেয়েরা ছিল অসহায়। নিরপরাধ ছাত্র-ছাত্রীদের পেটানোর দৃশ্য যতটা না ভয়াবহ তারচেয়েও ভয়াবহ ছিল সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের অসহায় মুখখানি। এ অবস্থার মধ্যেও দু'একজন ছাত্রী রুখে দাঁড়ায়। একজন ছাত্রী চিৎকার করে পুলিশের উদ্দেশে বলতে থাকে, আমাদের মারছেন কেন? আমরা তো কোনো অন্যায় করিনি। আপনারা এই ক্যাম্পাস ছেড়ে চলে যান। এই ছাত্রীর চিৎকার শুনেই সম্ভবত একজন কনস্টেবল তার দিকে ছুটে গেল। হাতের শক্ত লাঠি দিয়ে আঘাত করল তার মাথায়। তারপর শরীরের বিভিন্ন স্থানে। ততক্ষণে মেয়েটির মাথা ফেটে রক্ত ঝরছে। মেয়েটি ভিসি অফিসের সামনের খোলা জায়গায় শুয়ে পড়েছে। এরপরও তাকে রেহাই দেয়নি পুলিশ কনস্টেবল। মেয়েটিকে বুট দিয়ে শরীরে আঘাত করতে থাকলো। বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বোচ্চ ডিগ্রি নিতে আসা মেয়েটি এইট পাস পুলিশের বুটের নিচে পিষ্ট হওয়ার নৃশংসতম দৃশ্যটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি ও প্রক্টর দেখলো না। যে বাবা তার সন্তানকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে পাঠিয়েছিলো, সেও জানলো না তার আদরের সন্তান একটি অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে এসে কি কষ্টকর অভিজ্ঞতা অর্জন করলো।

একদিকে পুলিশের লাঠিচার্জ, রাবার বুলেট ও টিয়ারগ্যাস, অন্যদিকে খালেদা জিয়ার সৈনিকদের নির্দেশে আক্রমণ। মুহূর্তে ভিসির অফিস, রেজিস্ট্রার বিল্ডিং এলাকা রণ ক্ষত্রে পরিণত হলো। পুলিশ পাগলা কুকুরের মতো শিকারের নেশায় ছুটছে। তাদের টার্গেট অধিকাংশই ছাত্রী। টিয়ার সেলের ধোঁয়ায় চোখ মেলে তাকানো যাচ্ছে না। ছেলে-মেয়েরা পুলিশের পিটুনিতে লক্ষ্যহীন ছুটছে। রাবার বুলেটে আহত অনেকে। এরমধ্যেই একটি মেয়ে দৌড়ে ভিসির বাসভবনের দিকে যাচ্ছে। ক্লান্ত-শ্রান্ত সে। সারা জীবনে সে হয়তো একবারও এমনভাবে জীবন রক্ষার্থে দৌড়ায়নি। তার পিছে পিছে ছুটছে একজন পুলিশ। হঠাৎ করেই সে একটা গাছের আড়ালে লুকোতে চাইলো। কিন্তু পালাতে চাইলেই তো হিংস্র হায়েনার হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায় না। পুলিশ ঝাঁপিয়ে পড়লো তার ওপর। লাঠির আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত মেয়েটিকে পুলিশ বলছে, 'শালী... পড়তে পাঠাইছে না... পাঠাইছে।' হায়রে দেশ, হায়রে হতভাগা প্রাচ্যের অক্সফোর্ড ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। মেয়েটির নাম নাহার। তাকে এ অবস্থায় সহপাঠীরা উদ্ধার করে নিয়ে যায়। এ ঘটনার পর সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীরা আরও মারমুখী হয়ে ওঠে। অসহায় নিরস্ত্র ছাত্র-ছাত্রীদের অক্ষম আক্রোশ গিয়ে পড়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের গাড়িগুলোর ওপর। এই ঘটনার ছবি তুলতে গিয়ে, খবর সংগ্রহ করতে গিয়ে সাংবাদিকরাও পুলিশ-ছাত্রদলের কর্মীদের নির্যাতনের শিকার হন।

টিএসসি থেকে কিছুটা এগিয়ে গেলেই ডান দিকে পড়বে শামসুন্নাহার হল। অন্য সময় হলগেট ছাত্রীদের আত্মীয়, বন্ধুদের পদচারণায় মুখর থাকলেও এ দিনের চিত্র সম্পূর্ণ ভিন্ন। হলের গেটে প্রচুর পুলিশ। উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের এলোপাতাড়ি গাড়ি রাখা। হল থেকে এক-দু'জন করে ছাত্রী ব্যাগ নিয়ে বেরিয়ে আসছে। সবার মুখ গম্ভীর। ব্যতিক্রম শুধু ৪ জন। তারা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নিজেদের মধ্যে কথা বলছে। হল ছেড়ে যাওয়া ছাত্রীদের দাঁড় করিয়ে কিছু একটা জিজ্ঞেস করছে। হল গেটে দায়িত্বরত পুলিশ অফিসার সালাহউদ্দিন জানালেন, হলের পরিস্থিতি শান্ত। অধিকাংশ মেয়ে হল ছেড়ে চলে গেছে। চমকে ওঠার মতো খবরটা তিনি দিলেন সবশেষে। বললেন, 'কিছুক্ষণ আগেই প্রভোস্ট ড. সুলতানা শফিকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। নতুন প্রভোস্টের দায়িত্ব নিয়েছেন ইসলামের ইতিহাস বিভাগের সিনিয়র শিক্ষিকা ড. হাবিবা খাতুন। ১০/১৫ মিনিট আগেই তিনি প্রভোস্ট অফিসে বসেছেন।' একজন দু'জন করে বেশকিছু সাংবাদিক ততক্ষণে এই ঘটনা জেনেছেন। অল্পক্ষণের মধ্যে চ্যানেল আই ও এটিএন বাংলার টিভি ক্যামেরা ও সাংবাদিক হাজির। কথা বলার মতো কাউকে পাওয়া যাচ্ছে না। যারা হল ছেড়ে যাচ্ছিল তাদেরকে কিছু জিজ্ঞেস করা হলে কথা বলতে অস্বীকৃতি জানিয়ে এড়িয়ে যাচ্ছিল। এর মধ্যেই সাংবাদিক দেখে হলের কর্মচারীরা জানতে চাইছিলো

ক্যাম্পাসের অবস্থা কি? কর্মচারীদের শামসুন্নাহার হলের ঘটনা নিয়ে প্রশ্ন করলে তারাও কিছু জানে না বলে এড়িয়ে গেল। নতুন প্রভোস্টের সঙ্গে কথা বলার জন্য কার্ড পাঠানো হলো। প্রভোস্ট অফিসের কর্মচারী এসে জানালো, নতুন প্রভোস্ট কথা বলবেন না। দুপুরে ভিসির বাসায় সংবাদ সম্মেলনে কথা বলবেন। ড. হাবিবা খাতুন বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সাদা প্যানেলের শিক্ষক হিসেবে পরিচিত। এর মধ্যেই দু'একজন ছাত্রীর সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করছি। পুলিশ নিষেধ করছে হলের সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলার জন্য। এক পর্যায়ে প্রায় জোর করেই বলা যায় প্রভোস্টের রুমে পৌঁছলাম। শামসুন্নাহার হলের নতুন প্রভোস্টকে ঘিরে কয়েকজন হাউজ টিউটর কথা বলছেন। এই প্রতিবেদককে দেখেই হাবিবা খাতুন বললেন, 'আমি সবে দায়িত্ব নিলাম। আমি তো কিছু বলতে পারবো না।' দুপুরে ভিসি স্যারের বাসায় সাংবাদিক সম্মেলনে যা বলার বলবো। খুব অনুরোধ করলে দু'টি প্রশ্নের উত্তর দিতে রাজি হন। ২৩ জুলাই মধ্যরাতের ঘটনার দায়তো আপনার ওপরও পড়ে। দায়িত্ব নিয়েছেন মানেই হল পূর্বসূরির কাছ থেকে সবকিছু বুঝে নিয়েছেন। হলের পরিস্থিতি কেমন? প্রশ্ন শুনেই হাবিবা খাতুন বললেন, 'হলের পরিস্থিতি খুব ভালো, শান্ত। মেয়েরা ভালোই আছে। আর পূর্বের কোনো ঘটনার দায় আমার উপর পড়ে না। পূর্বের দায়িত্ব আমি নেবো কেন? প্রভোস্ট হিসেবে নিয়োগ পেলামই কিছুক্ষণ আগে।' আপনি কোন দলের সমর্থক? আপনি কি মনে করেন হলের ছাত্রীদের ওপর পুলিশি নির্যাতন শিক্ষক রাজনীতির ফসল? এই প্রশ্ন শুনে প্রভোস্ট কিছুটা ঘাবড়ে গেলেন বোধ হয়। দ্রুত নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, 'আমি কোন দলের সমর্থক সেটা নিজের মুখে বলবো না। গত রাতে কি ঘটেছে আমি এখনও ভালো করে জানি না। আর শিক্ষক রাজনীতির কারণে এটা ঘটেছে কি না সেটাও বলতে পারবো না। আপনি এখন যান। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে আপনাদের সঙ্গে কথা বলবো।' প্রভোস্ট রুম থেকে বেরিয়ে আসতেই ঐ চারটি মেয়ের সঙ্গে দেখা। যারা এক গ্রুপে দাঁড়িয়ে নিজেদের মধ্যে কথা বলছিলো। এদের একজন মৌ।

শামসুন্নাহার হলের ছাত্রী তিনি। তাকে আগের রাতের ঘটনা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো। আইসক্রিম খেতে খেতে মৌ বললেন, 'আগের প্রভোস্ট ম্যাডাম হাউজ টিউটরদের নামে খারাপ কথা বলেছেন, যে কারণে হাউজ টিউটর প্রভোস্ট ম্যাডামের ওপর ক্ষ্যাপা ছিলেন। আর তার মেয়াদও শেষ হয়ে

'আমরা করবো জয় একদিন'

এসেছিলো প্রায়। তিনি চাচ্ছিলেন তার মেয়াদ একটার্ম বাড়াতে। এ কারণে তিনি অনেক ছাত্রীকে বুঝিয়েছিলেন। আসলে প্রভোস্ট ম্যাডাম ছাত্রীদের ইমোশনালি ব্ল্যাকমেইল করে তার ক্ষমতা বাড়াতে চাচ্ছিলেন। একটি ছাত্র সংগঠনের নেত্রীরাও ম্যাডামের পক্ষে মেয়েদের উসকানি দিয়েছে। ফলে পরিস্থিতির দ্রুত অবনতি ঘটে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতেই পুলিশ হলে ঢুকতে বাধ্য হয়। ছাত্রদলের বহিরাগত মেয়েদের নিয়ে যা বলা হচ্ছে তা ঠিক নয়। পুলিশ হলে না ঢুকলে ঐ রাতে অনেক বড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারতো। ছাত্রীদের ওপর পুলিশের নির্যাতনের কথা ঠিক নয়।' কিন্তু হলে বহিরাগত ছাত্রীরা তো ছিলো– এ প্রশ্নের উত্তরে মৌ বলেন, 'ছাত্রলীগের সিনিয়র আপুরাও তো আছে। সোনিয়া, জলি, লাকি, লুবনা আপুও বহিরাগত। তারা হলে থাকছেন, আমরা বাধা দেননি।' .. মৌয়ের সঙ্গে কথা বলে সামনে এগোতেই একটি মেয়ে ডেকে বললো, 'ভাইয়া মৌয়ের কথা বিশ্বাস করবেন না। ছাত্রদলের উঠতি নেত্রী সে। রাতের ঘটনার সময় সেও বড় লাফালাফি করেছে।' আরো একটু সামনে যেতেই আরও একজন মেয়েকে পাওয়া গেল, যিনি ঘটনার রাতে হলে ছিলেন। নাম খালেদা পলি। সাংবাদিক বিভাগের মাস্টার্সের ছাত্রী। ২৪ তারিখ দুপুরে তার একটা পরীক্ষা ছিলো। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে পরীক্ষা হচ্ছে না। জানালে তিনি কথা বলতে রাজি হলো। পলি জানান, 'মূলত প্রথম সমস্যা ছিলো প্রভোস্ট নিয়ে। পরে এটা সাধারণ ছাত্রীদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। ছাত্রীদের সমস্যা ছিলো বহিরাগতদের নিয়ে। আপনারা জানেন যে, হলে সিট সমস্যা প্রকট। এরমধ্যে আবার বহিরাগতরা রুম দখল করে রাখে। যে কারণে সাধারণ ছাত্রীরা বহিরাগতদের ওপর ক্ষ্যাপা ছিলো। ছাত্রদল নেত্রী লুসিসহ ৪ জন হলের ২৩৫ নং রুম দখল করে রাখে। মেয়েরা হল ছেড়ে যেতে বলে প্রভোস্টের কাছে দাবি জানায়।

সাধারণ ছাত্রীদের দাবিকে উপেক্ষা করে ছাত্রদলের মেয়েরা সাধারণ ছাত্রীদের কয়েকজনকে মারধর করে। এর মধ্যে সেলিনা নামের একজন সবচেয়ে বেশি নির্যাতনের শিকার হয়। ফলে পরিস্থিতির দ্রুত অবনতি ঘটে। পরের ঘটনা তো শুনেছেনই। এরমধ্যে মালা নামের একটি মেয়েকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায়। তার আজ পরীক্ষা ছিলো। পলির সঙ্গে কথা বলে এগোতেই একজনের কাছে জানা গেলো, পুলিশি নির্যাতনের শিকার একটি মেয়ে ডাসের পেছনে আছে। দ্রুত সেখানেই পৌঁছাই। মেয়েটির কয়েকজন বন্ধু ও সহপাঠী তাকে ঘিরে বসে আসে। বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলছে আর কাঁদছে। নিজের পরিচয় দিয়ে তার সঙ্গে কথা বলতে চাইলে প্রথমে অস্বীকৃতি জানান। পরে তার বন্ধুদের অনুরোধে তিনি কথা বলতে রাজি হন। কিন্তু শর্ত দেন কোনোভাবেই যেন তার পরিচয় প্রকাশ না হয়। পরিচয় প্রকাশ হলে নিজ বাড়িতে মুখ দেখাবেন কি করে? ছাত্রদল নেত্রীদের পরবর্তী হামলার শিকার হতে পারেন এমন নানা আশঙ্কায় তিনি নিমজ্জিত। ডাসের পেছনের মাঠের ম্যুরালের সঙ্গে হেলান দিয়ে বসলেন। ওড়নায় চোখ মুছলেন। তবুও চোখের পানি বাঁধ মানছে না। ধরা যাক মেয়েটির নাম অদিতি। অদিতির মুখেই শোনা যাক সে রাতের ঘটনার বিবরণ। অদিতি শুরু করলেন এভাবে, 'আর কিছুদিন পরেই ছাত্রজীবন শেষ হবে। বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে জীবন-জীবিকার খোঁজে চলে যাব দূরে কোথাও। বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্ররাজনীতির নামে যা হয়তো, এই রাজনীতিকে আমি ঘৃণা করি। কোনো দিন কোনো মিছিলে যাইনি। তবুও আমি ঘৃণ্য ছাত্ররাজনীতির শিকার হলাম। ছাত্রদল নেত্রী লুসি, শান্তা, মেরিনারা পুলিশ দিয়ে শারীরিক, মানসিক অত্যাচার চালালো। এটুকু বলে থামলেন। তারপর আবার শুরু করলেন। পুলিশ শুধু শারীরিকভাবে ধর্ষণ করেনি। কিন্তু ধর্ষণের চেয়ে কম কিছুই করেনি। অশ্রাব্য খিস্তিখেউর আর শরীরের কোনো জায়গায় হাত দিতে বাদ রাখেনি তারা। পুলিশ আমাকে প্রথমে ধরলেও পরে ছেড়ে দেয়। যে নোংরা হাত পুলিশ আমার শরীরে দিয়েছে– আমি মনে করি এ হাত ভিসির জন্যই প্রক্টরের, আমার শিক্ষকের। আমার বা আমাদের কোনো অপরাধ ছিলো না। ছাত্রদল

নেত্রী লুসি ও তার সহযোগীরা পুরো হলকে জিম্মি করে রেখেছিলো। হলের ফটোস্ট্যাট মেশিন দখল করে নেয় এই লুসিরা। হলে ফটোস্ট্যাট করতে না পেরে পলাশী মোড়ে যাওয়ার পথে সড়ক দুর্ঘটনা নিহত হয়। এই লুসিদের জন্যই চম্পা বাসের চাকার নিচে পিষ্ট হয়। আমরা এ ব্যাপারে প্রভোস্টকে বলার পরও তিনি লুসিদের হল থেকে বিতাড়িত করতে পারেননি। বরং হলে স্থায়ীভাবে আবাস গড়ার জন্য তারা প্রভোস্টকে সরিয়ে দিতে চাচ্ছিলো। ঐ রাতে হলের সব ছাত্রী মিলিতভাবে প্রভোস্টের কাছে বহিরাগতদের ব্যাপারে প্রতিবাদ জানায়। ২৩৫ নং রুম দখলমুক্ত করতে বলে। শরীর খারাপ ছিলো বলে আমি রুমে শুয়ে পড়ি। রাত দেড়টার দিকে প্রচণ্ড চিৎকার, হল্লা শুনে উঠে আসি। দেখি লুসি চিৎকার করে কয়েকজনকে শাসাচ্ছে, সঙ্গে শান্তা, মেরিনা, মৌসহ কয়েকজন। মেয়েরাও উত্তেজিত। তারা লুসিকে হল ছেড়ে চলে যেতে বলছে। এ অবস্থায় আমি আবার গিয়ে শুয়ে পড়ি। গভীর রাতে চিৎকার, কান্নার শব্দে ঘুম ভেঙে গেলে আমার রুমমেট জানায়, পুলিশ লাঠিচার্জ করছে। কথা বলতে বলতেই দেখি আমাদের ফ্লোরে পুরুষ পুলিশরা উঠে আসছে। আমি টেবিলের নিচে লুকোই। তারপরও ছাড়া পাইনি। টেনেহিঁচড়ে পুলিশ আমাকে বের করে আনে। সারা ফ্লোর জুড়ে মেয়েরা ছুটছে, চিৎকার করছে। আর পুলিশ সামনে যাকে পাচ্ছে তাকেই পেটাচ্ছে। খিস্তিখেউর করছে। আমাকে ধরে ৪তলা থেকে নিচে নিয়ে এলো। আরো অনেককেই দেখলাম। সবচেয়ে আশ্চর্য হলাম, দেখি কিছুটা দূরেই লুসি পুলিশের এক কর্মকর্তাকে বলছেন ওমুক-তমুককে ধরেছেন? নির্দেশ দিচ্ছে। বিশ্বাস করবেন না, এই ঘটনায় আমি এতো আশ্চর্য হলাম যে, বিস্ময়ের ঘোর কাটে না। একটি মেয়ে হয়ে মেয়েদের হলে রাতে পুরুষ পুলিশ ঢোকালো কিভাবে? লুসি ধরে আনা মেয়েদের বলছে, দেমাগ কোথায় গেলো? .... কাঁদতে শুরু করলো অদিতি।

বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণায় ছাত্রছাত্রীরা এভাবেই রোকেয়া হলের সামনে অবস্থান নেয়

মধুর ক্যান্টিনে চরম উত্তেজনা। সাধারণ ছাত্র/ছাত্রীদের মিছিলে পুলিশের হামলার খবরে ছাত্র সংগঠনের নেতা-নেত্রীরা উত্তেজিত। ছাত্রদল তখনও মিছিল করছে। মধুর ক্যান্টিন থেকে জাসদ ছাত্রলীগের একটা মিছিল শুরু হলো। মিছিল লেকচার থিয়েটার অতিক্রম করার আগেই জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের ক্যাডাররা জাসদ ছাত্রলীগের মিছিলে হামলা চালায়। সঙ্গে পুলিশ তো আছেই। এখানকার সংঘর্ষ খুব বড় আকার ধারণ করতে পারেনি। কারণ বিশাল পুলিশ বাহিনী। এখান থেকে জাসদ ছাত্রলীগের ৪ জন কর্মীকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। এরপর সব ছাত্র সংগঠন প্রায় একযোগে খণ্ড খণ্ড মিছিল শুরু করে। এ সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের সব ক্লাস পরীক্ষা বাদ দিয়ে ছাত্র-ছাত্রীরা রাস্তায় নেমে আসে। তারাও ভিসি-প্রক্টরের অপসারণের দাবিতে খণ্ড খণ্ড মিছিল নিয়ে অপরাজেয় বাংলার সামনে জমা হতে থাকে। শামসুন্নাহার হলে মধ্যরাতে পুলিশের নির্যাতনের প্রতিবাদে সমাবেশ। এই সমাবেশ থেকে সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীরা ভিসির অপসারণ, গ্রেপ্তারকৃতদের মুক্তি না দেওয়া পর্যন্ত তারা সব পরীক্ষা ও ক্লাস বর্জনের কর্মসূচি ঘোষণা করে। সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীরা এই কর্মসূচির প্রতি একাত্মতা ঘোষণা করে পুনরায় মিছিল শুরু করে। ক্যাম্পাসে অতিরিক্ত পুলিশ ডাকা হলেও শেষ দিকে তারা কিছুটা সংযমের পরিচয় দেয়।

বেলা তিনটায় উপাচার্য সংবাদ সম্মেলন করবেন। দেশী-বিদেশী সংবাদ মাধ্যমের কর্মীরা ছুটছেন উপাচার্যের বাসার দিকে। ফুলার রোডের মাথায় ভিসির বাসভবনের সামনে প্রচুর পুলিশ পাহারা দিচ্ছে। ভিসির বাসভবনের ভেতর ঢুকেই দেখা গেল বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী প্রক্টর আসিফ নজরুল উদ্বিগ্ন চেহারায় পাঁয়চারি করছেন। তার কাছে জানা গেল উপাচার্য উদ্ভূত পরিস্থিতি নিয়ে সিন্ডিকেটকদের সঙ্গে মিটিং করছেন। উপাচার্যের বাসভবনের প্রধান দরজা দিয়ে ঢুকলেই ডান দিকে বিশাল হল রুম, বায়ে ড্রয়িং রুম। সহকারী প্রক্টর কলিমুল্লাহ প্রধান দরজায় সাংবাদিকদের অভ্যর্থনা জানালেন। ড্রয়িং রুমে অনেকগুলো সোফা। সোফার ওপর বিক্ষিপ্তভাবে অনেকগুলো মেয়ে শুয়ে আছে। এর মধ্যে দু'জনের পায়ের ওপর পা তোলা। ড্রয়িং রুমে সাংবাদিকরা ঢুকলে কয়েকজন মেয়ে উঠে বসে। কয়েকজন শুয়েই থাকলো। একটি মেয়ের কাছে তাদের পরিচয় জানতে চাইলাম। সে জানালো তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী। বিশ্ববিদ্যালয়ের খারাপ পরিস্থিতি দেখে তারা ভিসির বাসায় সাময়িক আশ্রয় নিয়েছে। আবার জানতে চাইলাম তারা কোন ছাত্র সংগঠনের? মেয়েটি বললো, সব দলের মেয়েই আছে। শুয়ে থাকা অবস্থা থেকে উঠে বসল একটি মেয়ে। তার দেখাদেখি অন্যরাও উঠে দাঁড়াল। মেয়েটিকে তার নাম জিজ্ঞেস করতেই সে একটু থতমত খেলো। তারপর বলল— লুসি। উপস্থিত সাংবাদিকরা নাম শুনে বিশাল একটা ধাক্কা খেলো। শামসুন্নাহার হলের সব ঘটনার জন্য যে মেয়েটি দায়ী, যাকে নাকি পুলিশ খুঁজছে (!) সে ভিসির বাসায় পায়ের ওপর পা তুলে নিশ্চিন্তে শুয়ে আছে। যে মেয়েটি ২৩ জুলাই মধ্যরাতে মেয়েদের ওপর পুলিশ লেলিয়ে দিয়েছে, কাকে গ্রেপ্তার করবে না করবে তাদের দেখিয়ে দিয়েছে, সে কি না দিব্যি বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ প্রশাসনের বাসায় নিরাপদে আছে। দি অবজারভার পত্রিকার বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা ২০০০কে বলেন, 'কি অদ্ভুত এই দেশ! একজন সন্ত্রাসী, বহিরাগত যে হকিস্টিক দিয়ে সাধারণ ছাত্রীদের পিটিয়েছে, পুলিশ দিয়ে মধ্যরাতে মেয়েদের ওপর নির্যাতন চালিয়েছে, যে ঘটনায় সমগ্র বিশ্ববিদ্যালয় টালমাটাল, যাকে কেন্দ্র করে পুলিশ বিশ্ববিদ্যালয়ে সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের নির্বিচারে পিটিয়েছে, সে ভিসির আশ্রয়ে! এটা

কি ভাবা যায়! কোনো সুস্থ মানুষ কি এরকম ভাবতে পারে? যে ভিসি সন্ত্রাসী পালন করে, সে সন্ত্রাস দমন করবে কিভাবে?'

লুসির কাছে জানতে চাইলাম, বহিরাগত হয়ে আপনি কিভাবে শামসুন্নাহারে অবস্থান করছিলেন? উত্তরে লুসি জানালেন, 'ভিসি আমাকে দু' মাস হলে থাকার অনুমতি দিয়েছেন।' ২৩ জুলাই রাতের ঘটনা নিয়ে তাকে প্রশ্ন করলে তিনি সংবাদ সম্মেলনের পরে কথা বলবেন বলে সব মেয়েকে নিয়ে পাসের রুমে চলে গেলেন। লুসি ও তার সহযোগীরা ড্রয়িংরুম ত্যাগ করলে সাংবাদিকরা এই রুমেই বসে গেলেন। ভিসির অনুপস্থিতি দেখে সাংবাদিকরা হৈ হুল্লোড় শুরু করলেন। প্রক্টর ড. নজরুল ইসলাম ও তার সযোগীরা সাংবাদিকদের বোঝানোর চেষ্টা করছেন, মিটিং শেষ হলেই ভিসি সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলবেন!

৩.৫০ মিনিটে উপাচার্য ড্রয়িং রুমে এলেন। তাকে ঘিরে ধরলো ইলেকট্রনিক্স মিডিয়ার কর্মীরা। তাদের সঙ্গে কথা বলার পর উপাচার্য প্রিন্টিং মিডিয়ার সাংবাদিকদের সৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। লিখিত বক্তব্য পাঠ করলেন। এর পর শুরু হলো প্রশ্নোত্তর পর্ব। শুরুতেই ভিসি উত্তেজিত ভঙ্গিতে কথা শুরু করলেন। হলে পুরুষ পুলিশ ঢুকেছে কি না?— সাংবাদিকদের এই প্রশ্নের উত্তরে ভিসি আরো উত্তেজিত হয়ে গেলেন। উত্তরে বললেন, 'হলে পুরুষ পুলিশ ঢুকে নাই। মেয়ে পুলিশ ঢুকেছিল। সহকারী প্রক্টরদের মেয়েরা একটি রুমে আটকে রেখেছিলো। হলের পরিবেশ ঠিক রাখার জন্যই মহিলা পুলিশ ঢুকেছিল।' এ সময় বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতির সভাপতি বোরহানুল হক সম্রাট ভিসির বক্তব্যের বিরোধিতা করে বলেন, 'স্যার আমি ২৩ তারিখ রাতে খবর পেয়ে হলে যাই। সেখানে পুরুষ পুলিশ ঢুকেছিল।' একই কথা আরো কয়েকজন জোরোলোভাবে বলতে শুরু করলে ভিসি বলেন, 'আমি ইনফর্মড নই। আমার কাছে পুরুষ পুলিশ ঢোকার কোনো তথ্য নেই।' এ সময় পাশ থেকে প্রক্টর আস্তে করে বলে ওঠেন। মহিলা পুলিশ না পাওয়া গেলে কি করা যাবে। কয়েকজন সাংবাদিক প্রক্টরের কথার প্রতিবাদ করলে তিনি চুপ করে যান। এরপর সাংবাদিকরা লুসিকে তার বাসায় কেন আশ্রয় দেয়া হয়েছে জিজ্ঞেস করলে ভিসি বলেন, 'লুসি, কই সে তো আমার বাসায় নেই।' সাংবাদিকরা প্রতিবাদ করলে তিনি বলেন, 'আমার বাসায় অনেক ছাত্র-ছাত্রীই আসে। আমি জানি না।' অদ্ভুত ব্যাপার হলো, ভিসি যখন তার বাসায় লুসি নেই বলে দাবি করছেন, তখনই ভিসির বাসার কর্মচারীরা লুসি ও তার সঙ্গীদের জন্য বিরিয়ানি সরবরাহ করছিল। আর লুসি করিডরে হাঁটছিল। প্রশ্নোত্তরের এক পর্যায়ে প্রক্টর সাপ্তাহিক ২০০০-এর প্রতিবেদককে ব্যক্তিগতভাবে আক্রমণ করেন। কম্পিউটার সায়েন্স বিভাগের হাসানুজ্জামান স্বপন নামের একজন শিক্ষক সাপ্তাহিক ২০০০-এর প্রতিবেদককে বহিরাগতদের তালিকা সরবরাহ করতে বলেন। এ সময় উপস্থিত সকল সাংবাদিক ঐ শিক্ষকের কাছে জানতে চান, সাংবাদিকরা কেন বহিরাগতদের তালিকা সরবরাহ করবে? প্রশাসন আছে কেন? এরকম অসংখ্য প্রশ্নের জবাবে ভিসি উত্তেজিত হয়ে ওঠেন। তিনি ভাবতে চান না তিনি ব্যর্থ হয়েছেন। বার বারই তিন শামসুন্নাহার হলে পুরুষ পুলিশ ঢোকার কথা অস্বীকার করেন এবং ইঙ্গিত দেন, পরিকল্পিতভাবে একটি দল বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ও সরকারকে বিব্রত করার জন্য এসব ঘটাচ্ছে। এক পর্যায়ে ভিসি অধ্যাপক আনোয়ারউল্লাহ চৌধুরী সাংবাদিক সম্মেলন ছেড়ে উঠে যান। এরপর হলরুমে সাংবাদিক সমিতির নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলোচনায় বসেন। এ সময় বাইরে প্রচণ্ড বৃষ্টি হচ্ছিল। হলরুমে যখন ভিসি সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলছিলেন, পাশের রুমে তখন ছাত্রদল নেতৃবৃন্দ ভিসির অপেক্ষায়। বিকেল ৫টার দিকে সাংবাদিকরা যখন ভিসির বাসভবন ছাড়ছেন, তখনই একটি ঘটনা ঘটে। ভিসির বাসায় লুসি অবস্থান করছে এটা জানাজানি হওয়ার পর সিদ্ধান্ত হয় তাদের অন্য কোথাও পাঠিয়ে দেয়া হবে। ভিসির বাংলোর ভেতর থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি মাইক্রোবাসে (০-০২১৭৯৩) পালিয়ে যাবার মুখে তারা সাংবাদিকদের সামনে পড়ে। এ সময় সাংবাদিকরা মাইক্রোবাস ঘিরে ধরার চেষ্টা করলে দ্রুত তারা পালিয়ে যায়। ফেরার পথে উপাচার্যের সংবাদ সম্মেলন নিয়ে কথা হচ্ছিল। সংবাদ সম্মেলনের মাঝে একবার ভিসি সাংবাদিকদের প্রশ্ন করেন— শিক্ষকরা কি মিথ্যা কথা বলতে পারে? এই প্রশ্নের উত্তরে একজন সাংবাদিক ভিসিকে বলেন, 'আপনি যখন প্রশাসক তখন মিথ্যে বলবেন এটাই স্বাভাবিক।' উত্তর শোনার পর ভিসিসহ উপস্থিত প্রক্টররা চুপ করে যান। প্রসঙ্গটা উঠেছিলো হলে পুরুষ পুলিশ প্রবেশ করেছে কি-না এই প্রশ্নে। এ প্রসঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতির একজন নেতা বলেন, 'একজন শিক্ষক ক্ষমতা আঁকড়ে থাকার জন্য ক্রমাগত মিথ্যা কথা বলেন, এটা ভাবতেই গা শিউরে ওঠে। মাঝে মাঝে মনে হয় কার কাছে শিক্ষা নিচ্ছি আমি? যার মধ্যে ন্যূনতম নৈতিকতাবোধ নেই, যে নির্বিকারে একের পর এক মিথ্যা কথা বলে, সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের ওপর পুলিশ লেলিয়ে দেয়— এমন চরিত্রহীন, বিবেকহীন মানুষ আমার শিক্ষক, বিশ্ববিদ্যালয়ের অভিভাবক— ভাবতে ঘৃণা লাগে।' বাংলাদেশের মতো দেশে আনোয়ারউল্লাহ চৌধুরীরা সামান্য ক্ষমতার জন্য যা যা করা প্রয়োজন তাই করবেন এটা অস্বাভাবিক নয়। বিপ্লবী ছাত্রমৈত্রীর কেন্দ্রীয় সভাপতি হাসান ইমাম রুবেল বলেন, 'যে মানুষ দিনের আলো ভয় পায় তার কাছ থেকে ভালো কিছু আশা করা ভুল। চোরের মতো সব কাজ তিনি রাতের আঁধারে করতে ভালোবাসেন। তিনি ক্ষমতা দখল করেছেন রাতের আঁধারে, বিশ্ববিদ্যালয়ের গাছ কেটেছেন রাতের আঁধারে আবার ছাত্রীদের হলে পুলিশ লেলিয়ে দিয়েছেনও গভীর রাতে, তিনি কি না করতে পারেন! পদত্যাগই একমাত্র শাস্তি নয়, এসব ঘটনার জন্য তার বিচার হওয়া প্রয়োজন।'

পুলিশের ব্যারিকেড ভেঙ্গে রোকেয়া হলের মুক্তাঞ্চলের দিকে যাচ্ছে ছাত্রছাত্রীরা ছুটছে

ভিসির বাসা থেকে বেরিয়ে আসতেই দেখা গেল বিডিআর ঘিরে ফেলেছে ক্যাম্পাস। পুলিশও বাড়ানো হয়েছে। ক্যাম্পাসে তখন ভুতুড়ে পরিবেশ। চারদিকে শুধু পুলিশ আর পুলিশ। মধুর ক্যান্টিনে ছাত্রলীগ ও বাম দলের নেতা-কর্মীদের ভিড়। জোর আলোচনা চলছে

পরবর্তী কর্মসূচি নিয়ে। সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের একটি অংশও বিভিন্ন দলের নেতা-কর্মীদের সঙ্গে আলোচনা করছে।

২৫ জুলাই সকাল থেকেই বিভিন্ন সংগঠনের নেতা-কর্মীরা মধুর ক্যান্টিনে জমায়েত হতে থাকে। পাশাপাশি সরকার থেকে প্রশাসনের প্রতি কঠোর অবস্থান নিতে নির্দেশ দেয়। জানা যায়, আগের রাতে বিশ্ববিদ্যালয় ও পুলিশ প্রশাসন থেকে ছাত্রলীগকে সব ধরনের কর্মসূচি পালন করতে নিষেধ করে। ২৫ জুলাই সকালে গণতান্ত্রিক ছাত্রঐক্যসহ কয়েকটি সংগঠন মিছিলের কর্মসূচি নিলেও পুলিশের বাধার কারণে তারা কোনো কর্মসূচি পালন করতে পারেনি। ১১টার দিকে রোকেয়া হল থেকে প্রায় ৫০০ মেয়ে একটি মিছিল নিয়ে ক্যাম্পাসে প্রবেশ করে। মিছিলটি ক্যাম্পাসে প্রবেশ করলে শত শত ছাত্র-ছাত্রী মিছিলে অংশগ্রহণ করে। মিছিলটি জনসমুদ্রে পরিণত হয়। ছাত্র-ছাত্রীদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের ফলে পুলিশ এই মিছিলটিতে কোনো প্রকার বাধা দেয়া থেকে বিরত থাকে। শুধু একবার বাধা দেয়া হয় কার্জন হলের প্রবেশমুখে। পরে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে পুলিশ মিছিল ছেড়ে দেয়। এদিনও সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীরা ক্লাস পরীক্ষা বর্জন করে এবং ভিসি-প্রক্টরের পদত্যাগ দাবি করে। মিছিলের শুরুর দিকে ছাত্র/ছাত্রীরা অপরাজেয় বাংলা ও রাজু ভাস্কর্জের সব ফিগারে কালো কাপড় বেঁধে দেয়। নিরপেক্ষ শিক্ষকরা এদিন সাধারণ ছাত্র/ছাত্রীদের সঙ্গে সংহতি প্রকাশ করে। বিকেলে শিক্ষক ক্লাবের ড. সুলতানা শফির পক্ষে একটি সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে। অজ্ঞাত কারণে এই সাংবাদিক সম্মেলনে ড. সুলতানা শফি উপস্থিত থাকেননি। জানা যায়, গ্রেপ্তার এড়ানোর জন্যই তিনি সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত থাকতে পারেননি। তার লিখিত বক্তব্যে সব ঘটনার জন্য ছাত্রদল নেত্রী লুসি ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে দায়ী করা হয়।

২৬ জুলাই শুক্রবার। ছুটির দিন হলেও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা সকাল থেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ে জমায়েত হয়। এদিন ভাষা ইনস্টিটিউটে একটা পরীক্ষা ছিলো। ছাত্রছাত্রীদের অনুরোধে পরীক্ষা স্থগিত হয়ে যায়। এরপর দিনব্যাপী ছাত্রছাত্রীরা ভিসি-প্রক্টরের পদত্যাগের দাবিতে মিছিল-সমাবেশ করে। বিকেলে সহস্রাধিক ছাত্রছাত্রীর মিছিল-সমাবেশ টিএসসি এলাকায় অনুষ্ঠিত হয়। এ সমাবেশ থেকে নির্যাতনবিরোধী ছাত্রছাত্রী ঐক্যের নেতৃবৃন্দ সকল ছাত্রছাত্রীকে ২৭ তারিখ শনিবার ক্যাম্পাসে থাকতে অনুরোধ করেন।

শিক্ষক সমিতির মিছিলে পুলিশের বাধা- বাকবিতন্ডার এক পর্যায়ে

২৭ জুলাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কার্যত পুলিশ-বিডিআর দ্বারা অবরুদ্ধ। আগের রাতে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সব ছাত্রছাত্রীকে পরিচয়পত্র বহন করতে নির্দেশ দেয়। আগের দিন রাতেই পুলিশ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সব প্রবেশ পথে কাঁটাতারের ব্যারিকেড দিয়ে বন্ধ করে দেয়। খুব সকাল থেকেই ছাত্রছাত্রীরা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসতে শুরু করে। পরিচয়পত্র চেক করে পুলিশ ছাত্রছাত্রীদের ক্যাম্পাসে প্রবেশের অনুমতি দেয়। এ সময় অনেক শিক্ষক পুলিশের হাতে হেনস্থার শিকার হয়। অনেক ছাত্র সংগঠনের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দকে ক্যাম্পাসে প্রবেশ করতে দেয়নি। যদিও প্রতিটি ছাত্র সংগঠনের কেন্দ্রীয় সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ পরিষদের সদস্য। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মধুর ক্যান্টিন ও অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে ছাত্রছাত্রীরা জড়ো হতে থাকে। সকালের দিকে গণতান্ত্রিক ছাত্রঐক্য, বিপ্লবী ছাত্রমৈত্রীসহ কিছু ছাত্র সংগঠন মিছিল করার উদ্যোগ নিলেও পুলিশ বাধা দেয়। ক্যাম্পাসে হলের আবাসিক ছাত্রছাত্রীরা ও সাংবাদিকরা অভিযোগ করে, ছাত্রদলের ক্যাডাররা তাদের ভয়ভীতি প্রদর্শন করছে। সকাল ১০টার দিকে রোকেয়া হল থেকে মেয়েদের বিশাল একটি মিছিল ক্যাম্পাসে প্রবেশ করে। মেয়েদের মিছিলটি অপরাজেয় বাংলার সামনে আসে এবং কিছু সময়ের মধ্যে মিছিলটি জনসমুদ্রে পরিণত হয়। হাজার হাজার ছাত্রছাত্রী অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে সমাবেশে যোগ দেয়। ১১টায় বিক্ষোভ মিছিল শুরু হয়। মিছিলে অংশগ্রহণকারী হাজার হাজার ছাত্রছাত্রী পুনরায় ভিসি-প্রক্টরের পদত্যাগ দাবি করে মিছিল করে। ওই দিন ক্যাম্পাসে উপস্থিত সাংবাদিক, শিক্ষকরা বলেন, '৯০-এর পরে বিশ্ববিদ্যালয়ে সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের এত বড় বিক্ষোভ সমাবেশ আর হয়নি। এদিন আন্দোলনকারী ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে সংহতি প্রকাশ করতে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, সলিমুল্লাহ মেডিকেল, বুয়েটের কিছু সাধারণ ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষক যোগ দেয়। পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সংবাদ সম্মেলনে ১০/১২ হাজার ছাত্রছাত্রীর মিছিলকে বহিরাগতদের মিছিল বলে উল্লেখ করেন। সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের বেশির ভাগই তিনি এড়িয়ে যান অথবা মিথ্যার আশ্রয় নেন। সন্ধ্যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন সাংবাদিক সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, 'আল্লাহই জানেন মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে কিভাবে চালাবেন? তার ৩৫ বছরের শিক্ষক জীবনে তিনি ছাত্রছাত্রীদের কি শিখিয়েছেন সেটাও একটা প্রশ্নসাপেক্ষ ব্যাপার।' বিকেলে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক ক্লাবে শিক্ষক সমিতি জরুরি তলবি সভা আহ্বান করে। সভায় শিক্ষকরা ভিসি, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন ও প্রক্টরদের সমালোচনা করে বক্তৃতা করেন। তাসমীন সিরাজ হাকিম নামের ইংরেজি বিভাগের একজন শিক্ষিকা তার বিভাগের সবচেয়ে মেধাবী ছাত্রীর ওপর নির্যাতনের বিবরণ দেন। তখন সাধারণ শিক্ষকরা শেইম, শেইম বলে চিৎকার করে ক্ষোভ প্রকাশ করেন।

শনিবার রাত দশটায় বিটিভির খবরে সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা জানতে পারে কর্তৃপক্ষ অনির্দিষ্টকালের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করেছে। বন্ধের ঘোষণা জানার পরপরই সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা হলের মধ্যে বিক্ষোভ শুরু করে। ছাত্রদল ক্যাডারদের হুমকির মুখেও অনেক ছাত্র হল ছেড়ে নেমে এসে বিক্ষোভ প্রকাশ করতে থাকে। অধিকাংশ ছাত্র এসে রোকেয়া হলের সামনে জড়ো হয়। রোকেয়া হলের ছাত্রীরাও হলের ভেতরে বিক্ষোভ জানাতে থাকে। ছাত্রছাত্রীরা হল ছাড়বে না বলে ঘোষণা দেয়। অবশ্য এ রাতেই হল ছেড়ে বেরিয়ে আসা ছাত্রদের ওপর বেধড়ক লাঠিচার্জ

ও কাঁদানে গ্যাস ছোঁড়ে। ২৮ জুলাই পুলিশ-বিডিআরের যৌথ অভিযানে সব হল খালি করতে সক্ষম হলেও রোকেয়া হল খালি করতে ব্যর্থ হয়। সকাল ৭.২৫ মিনিটে রোকেয়া হলের ছাত্রীরা হল ছেড়ে বেরিয়ে আসে। নির্যাতন বিরোধী নেতৃবৃন্দ রোকেয়া হলের সামনের খোলা জায়গাকে মুক্তাঞ্চল ঘোষণা করে। এদিন সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত ছাত্রীরা হল দখল করে রাখে। বড় কোনো দুর্ঘটনা ছাড়াই দিনটি পার হয়। অবশ্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ রোকেয়া হলের পানি ও গ্যাসের লাইন কেটে দেয়। নেতৃবৃন্দ শহীদ মিনারের আমরণ অনশন ও রোকেয়া হলের সামনে পরদিন উপস্থিত হওয়ার আহ্বান জানায়।

২৯ জুলাই সকালেও প্রচুর ছাত্রছাত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ের শাহবাগ গেটে উপস্থিত হয়। সবাই পরিচয়পত্র হাতে ক্যাম্পাসে প্রবেশের জন্য বিক্ষোভ করতে থাকে। এক সময় তারা পুলিশের ব্যারিকেড ভেঙে রোকেয়া হলের সামনে উপস্থিত হয়। ছাত্রীরা রোকেয়া হলের গেটের তালা ভেঙে ভেতরে প্রবেশের চেষ্টা চালায়। এ সময় পুলিশ সমবেত ছাত্রছাত্রীদের ওপর নির্বিচারে লাঠিচার্জ করে এবং টিয়ার শেল নিক্ষেপ করে। ফলে কিছু ছাত্রী গেট টপকে হলের ভেতরে প্রবেশ করে। সোমবার সকাল থেকেই ছাত্রদল ক্যাডাররা মধুর ক্যান্টিনে ও চারুকলার ভেতর আশ্রয় নেয়। পুলিশের লাঠিচার্জের সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রদলের ক্যাডাররাও সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের ওপর আক্রমণ চালায়। এ সময় অর্থনীতি বিভাগের সবচেয়ে মেধাবী ছাত্র রাজীব ও ডেইলি স্টারের বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক জাহেদ ছাত্রদলের ক্যাডারদের হাতে প্রহৃত হয়। প্রথমাবস্থায় পুলিশ লাঠিচার্জ করেও ছাত্রছাত্রীদের অবস্থান থেকে নড়াতে পারেনি। এ সময় তারা প্রক্টর-ভিসির পদত্যাগ ও ক্যাম্পাস খুলে দেয়ার দাবিতে বিক্ষোভ করে। কিছুক্ষণের মধ্যে রায়ট কার ক্যাম্পাসে প্রবেশ করে। এরপর পুলিশ চারদিক থেকে আক্রমণ করে। পুলিশের সামনে টিকতে না পেরে ছাত্রছাত্রীরা শহীদ মিনারে অবস্থান নেয় এবং গণঅনশন শুরু করে। পুলিশের আঘাতে আহত হয় প্রাণরসায়ন বিভাগের চেয়ারম্যান ড. আনোয়ার হোসেনসহ শতাধিক ছাত্রছাত্রী। দুপুরে এসব ঘটনা জানতে সাংবাদিকরা ভিসির সঙ্গে দেখা করেন। ভিসি সাংবাদিকদের জানায়, বন্ধের সময় কোন সভ্য দেশের ছাত্রছাত্রীরা গেটের তালা ভেঙে হলে প্রবেশের চেষ্টা করেছে! এ সময় দৈনিক সংবাদের সিনিয়র রিপোর্টার হারুনুর রশীদ পাল্টা প্রশ্ন করেন, 'কোন সভ্য দেশের ভিসি রাতের আঁধারে ছাত্রী হলে পুলিশ ঢোকায়? ছাত্র, শিক্ষক, সাংবাদিক মারে? সাংবাদিকদের কাছে ক্ষমা চান তিনি কথা বলতে পারবেন না বলে। সাংবাদিকরা ভিসিকে অবহিত করেন,

নির্যাতন বিরোধী ছাত্রছাত্রীদের সমাবেশে ছাত্র ও শিক্ষক এক কাতারে

সাংবাদিকদের পুলিশ ক্যাম্পাসে প্রবেশ করতে বাধা দিচ্ছে। এ সময় ভিসি সাংবাদিকদের বলেন, 'সাংবাদিকরা বিশ্ববিদ্যালয়ের যেকোনো স্থানে বিচরণ করতে পারবে।' কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতির একজন সদস্যকে শাহবাগ গেটে আটকে রাখে। ৩টার দিকে খরব পেয়ে সাংবাদিক সমিতির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকসহ কয়েকজন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক শাহবাগ গেটে আসেন। আটকে দেয়া সাংবাদিককে ভেতরে প্রবেশ করতে দেয়ার জন্য সাংবাদিক নেতৃবৃন্দ পুলিশের কাছে অনুরোধ জানায়। এ সময় পুলিশ ইন্সপেক্টর রিয়াদ নেতৃবৃন্দকে ভুয়া বলে আখ্যায়িত করেন। এ সময় নেতৃবৃন্দ তারা শুধু সাংবাদিক নয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র বলেও জানায়। এ কথা শুনে ইন্সপেক্টর রিয়াদ বলে ওঠে, ছাত্র আবার সাংবাদিক হয় কেমনে? আমাগোরে পাগল পাইছো। তারা প্রেস কার্ড দেখানোর পরও ইন্সপেক্টর রিয়াদ বাদানুবাদ করতে থাকেন। উল্লেখ্য, এই রিয়াদই সাপ্তাহিক ২০০০-এর এই প্রতিবেদককে প্রায় এক ঘণ্টা আটকে রাখে। সাংবাদিক নেতৃবৃন্দের সঙ্গে কথা কাটাকাটির এক পর্যায়ে ইন্সপেক্টর রিয়াদ তাদের গালি দিয়ে বলতে থাকে, 'শুয়োরের..... দেখস নাই দুপুরে সাংবাদিকদের কিভাবে পিটিয়েছি? তারপর শুরু হয় নির্যাতন। ইন্সপেক্টর রিয়াদের সঙ্গে কয়েকজন কনস্টেবলও অংশগ্রহণ করে। এ সময় তারা নিজেদের ব্যাজ খুলে ফেলে। নির্যাতনের এক পর্যায়ে ইউএনবি'র সাংবাদিক ফরিদ আহমেদ, প্রথম আলোর প্রতিবেদক ও বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতির সভাপতি বোরহানুল হক সম্রাট, ইন্ডিপেনডেন্টের হৃদয়, ইত্তেফাকের সাবু আহত হন। তাদের মেরে ডাসের সামনে ফেলে রাখে। এ ঘটনা জানার পর সাংবাদিকদের মধ্যে প্রচণ্ড উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। এ সময় একজন সাংবাদিক ঘটনার বিবরণ দিতে দিতে চিৎকার করে কাঁদতে থাকেন। পরে ছাত্রদল নেতৃবৃন্দ একটি অ্যাম্বুলেন্সে আহত সাংবাদিকদের সাউথ এশিয়া নামক একটি হাসপাতালে এক প্রকার জোর করেই নিয়ে যায়। ঘটনার প্রতিবাদে সঙ্গে সঙ্গে সাংবাদিকরা মৌন মিছিল করে। আহত সাবু ও হৃদয়ের অবস্থা নাজুক।

জানা গেছে, সাম্প্রতিক সকল ঘটনার প্রতিবাদে ১৫০ জন শিক্ষক পদত্যাগের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

পুলিশ দিয়ে ছাত্রদের পিটিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন সন্তুষ্ট হতে পারেনি। ভিসি কথা দেয়ার পরও পুলিশ দু'দফা সাংবাদিকদের ওপর নির্যাতন চালিয়েছে। পুলিশের হাতে মার খাওয়া ছাত্র সৈকত সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, 'দেখি ভিসি কত মারতে পারে। কত ছাত্র-শিক্ষক নির্যাতিত হলে সে সন্তুষ্ট হয়। আমরা মরে যাবো। তবু মাথা নোয়াবো না। ভিসি-প্রক্টরকে যেতেই হবে। লুসিদের গ্রেপ্তার করে বিচার করতে হবে। তা না হলে আমরা ক্লাসে ফিরে যাবো না।

সন্ধ্যা হয়ে আসে তবু পুলিশ হায়েনার মতো শিকার খুঁজতে থাকে। সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা বলেন, তার পুলিশ আর ভিসির মধ্যে পার্থক্য খুঁজে পায় না। ছাত্রছাত্রীদের ওপর যেভাবে নির্যাতন শুরু হয়েছে তাতে দেশের পুরো ছাত্রসমাজ এক সময় ক্ষেপে উঠতে পারে। একজন ছাত্র প্রশ্ন রাখে, 'একজন মিথ্যাবাদী, অসৎ চরিত্রের মানুষের জন্য আমরা কেন নির্যাতন ভোগ করবো? ভিসি চলে যাক। তাকে দরকার নেই। সবাই এই দাবি জানানোর পরও সে কেন বেহায়ার মতো ক্যাম্পাসে পড়ে আছে? এই ক্যাম্পাস আমাদের, তার নয়। সে কি যাবে না?